Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.26-32
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভোগবাদী চিন্তা, মধ্যবিত্ত নীতিচেতনায় ভাঙন: রমাপদ চৌধুরীর 'পরাজিত সম্রাট'

ড. পরিমল চন্দ্র দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়, বাগডোগরা, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

A famous novel 'Parajita Samrat' written by a great Bengali novelist Ramapada Chowdhuri was first published in 1965. Some real pictures of Middle class Bengali life are beautifully depicted in this novel. Decline of human values in Middle class life is much debated issue nowadays. With the change of time, a lot of contradiction has also appeared in the Middle class Bengali life. Under the grip of all-consuming consumerism, people are losing their sense of ethics, they are taking bribes, College and University students are getting involved in prostitution. Some people even commit serious crimes like murder and kidnapping for extra money. The space od ideals in the world of politics is gradually narrowing. Frequent party changes are no longer a blameworthy thing. Despite so much happening in society, the silence of educated people amazes us. As time goes by, the protest power of the highly educated people of the society is gradually decreasin. In fact, everyone wants to keep themselves safe. Consumeism is the root of this decadence of Bengali society. This all-consuming consumerism that has long ago embraced the Bengali society and made people its puppets is clearly depicted in Ramapada Chowdhuri's great novel 'Parajita Samrat'.

Keywords: Sense of Ethics, Decline of Human Values, Consumerism, Prostitution, Silence of Educated People.

১৩৭২ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি রচনার পূর্বে রমাপদবাবু দীর্ঘদিন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করবার পর 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ মহাশয়েরে সস্নেহ অনুরোধে পুনরায় তিনি উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বয়ং ঔপন্যাসিকের মতে, এটি তাঁর 'দুর্বলতম রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম'[১]।কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসটি শিল্পগত দিক থেকে যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতেও এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত প্রাসংগিক। বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচেতনায় প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এক সর্বাতিশায়ী ভোগবাদের কবলে পড়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষ নীতিভ্রষ্ট হয়েছে। বাঙালির শিক্ষা, বাঙালির সংস্কৃতি, বাঙালির জীবন-যাপনের রীতি-নীতি এক সময় গোটা ভারতবর্ষের কাছে যথেষ্ট ঈর্ষণীয় ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি সহ জীবনের প্রায় সর্বস্তরে এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েচে। গণমাধ্যমে চোখ

রাখলে দেখা যায়, প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো দুর্নীতির প্রসঙ্গ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। ঘুষের বিনিময়ে সরকারী চাকুরী, যোগ্যতা-সম্পন্ন বেকার যুবক-যুবতীদের বঞ্চনা- প্রভৃতি কারণে আদালতে মামলার পাহাড় জমছে। শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেফ্তার পর্যন্ত করা হছে। এসব দেখে এবং শুনে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ তীব্র হতাশায় ভুগছেন। কিন্তু, একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে আমাদের মনে হয়, বাঙালি মধ্যবিত্তের নীতিচেতনায় এই ভাঙন শুধু বর্তমান সময়ের প্রবণতা নয়। মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের একটা বড়ো অংশ নীতিভ্রষ্ট হয়েছে বহুকাল পূর্বেই। বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালির নীতিচেতনায় নানাভাবে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। তবে, এই ভাঙন হয়তো বর্তমান সময়ের মতো ব্যাপক ছিল না, কিন্তু সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষের নীরবতা বা প্রতিবাদ-বিমুখতার কারণে তা ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে ভোগবাদী চিন্তা কীভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নীতি-চেতনাকে ভেঙে দিয়েছিল, তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে রমাপদ চৌধুরীর 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে।

'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসটির সঙ্গে রমাপদ চৌধুরীরই কয়েকটি উপন্যাসের বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে। 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছিলেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রভূত contradiction- এর কথা। এই contradiction যে মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বস্তরেই ছড়িয়ে পড়েছে, তার পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে। এখানে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের গৃওহবধূ থেকে শুরু করে স্কুলের হেডমাষ্টার পর্যন্ত সকলের মধ্যেই ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন প্রভূত পরিমাণ contradiction. 'বনপলাশির পদাবলী' গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাস। সেই গ্রামের মানুষদের অনেকেই শুনেছিলেন শহরে উঠে আসার আহ্বান। শহরের চাকচিক্যময়, বৈচিত্র্যময় জীবন-জীবিকা, বিলাসিতার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেন নি অনেকেই। 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীগণ সকলেই গ্রাম থেকে উঠে আসা শহর কলকাতার নাগরিক। পল্লীর নিস্তরঙ্গ জীবন ছেড়ে, আরও সুখী জীবনের প্রত্যাশায় শহরে উঠে আসা মানুষদের যে ভয়ঙ্কর বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছে- তার পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে। 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসে গিরিজাপ্রসাদ এক ঐতিহাসিক নিয়তির শিকার। আলোচ্য 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে দেখা যায়, গ্রাম থেকে শহরে উঠে আসা মানুষেরাও বাস্তব পরিস্থিতির ক্রীড়নক হয়ে উঠেছে। 'আরো একজন' এবং 'পরাজিত সম্রাট' উভয় উপন্যাসেই নায়কের বিবাহ অতিরিক্ত দেহজ সম্পর্কের কথা রয়েছে। কিন্তু এখানে নায়কের বিবাহ অতিরিক্ত দেহজ সম্পর্কের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে গ্রামের মানুষেরা শহরের এক প্রান্তে উঠে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তাদের জীবনের সমস্যা মেটেনি। উপন্যাসে ত্রিদিববাবুর পরিবার মোটামুটি সচ্ছল হলেও, শশীবাবুর পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ত্রিদিববাবু ছিলেন কোনো এক স্কুলের হেডমাস্টার, বর্তমানে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসৃত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আদর্শবান এবং প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষ:

তাঁর দাপটে ইস্কুলের ছেলেরা স্বাধীনতার জন্যেও কোনদিন ধর্মঘট করতে সাহস পায়নি। বলতেন, ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ, রাজনীতির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক! বলতেন, সর্বনাশ হবে, নেতারা সর্বনাশ ডেকে আনছেন। তার জন্যে অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে কর্মজীবনের শেষে। হয়েছে বলেই হয়ত ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে মূর্তিমান প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। একটা কণ্টকিত বাবলা গাছের মত।[২]

প্রতিবাদী চরিত্রের এই মানুষটি তাঁর অবসর জীবনেও যখনই সমাজের কোথাও কোনো অন্যায় দেখেছেন, সংবাদপত্রে চিঠি লিখেছেন। আপন সংসারে ত্রিদিববাবুর বড়ো কৃতিত্ব – 'সামান্য সঞ্চয় থেকে তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তাও বোধহয় শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই।'[৩] পুত্র নিরুপমকেও তিনি নিজের আদর্শেই মানুষ করে তুলেছেন। সে এখন সরকারী অফিসের কর্মী। সুশিক্ষিতা একটি মেয়েকে ত্রিদিববাবু তাঁর পুত্রবধূ করে ঘরে তুলে এনেছেন। বলতে গেলে, ত্রিদিববাবুর এখন একেবারে ঝাড়া হাত পা। কিন্তু, আপাত সচ্ছল, শান্তিপূর্ণ, সুখী এই পরিবারটিতে একদিন এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। নিরুপম-মনীষার মাত্র সাত বছরের স্নেহের কন্যা মিনু রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল। মিনুকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে গোটা পরিবারটি মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়ে।

অন্যদিকে, প্রতিবেশী শশীবাবুর সংসারের অবস্থা যেন 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়'। একসময়ে তিনি ছিলেন ব্যাঙ্ক-কর্মী। অবসর সময়ে তিনি নিজের বাড়িতেই এটা ওটা মিশিয়ে কলমের কালি প্রস্তুত করেন। যদিও এই কালি তৈরির ব্যবসা সকলের কাছে একটা হাসির খোরাক ছাড়া আর কিছুই নয়। কালি তৈরি করেন বলে তিনি পাড়ায় 'মসীবাবু' নামে পরিচিত। শশীবাবুর এই কালি তৈরির প্রচেষ্টা এবং সেই ব্যবসায় ব্যররথতা স্বাধীনতা-পরব্রতীকালের বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোগের ব্যর্থতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।শশীবাবু যে ব্যাঙ্কে চাকুরী করতেন, সেই ব্যাঙ্ক হঠাৎ একদিন ফেল করে যায়। ফলে তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েন। তখন কী করবেন, কোথায় যাবেন-ভেবে না পেয়ে সামান্য মাইনের একটা চাকুরী নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় উঠে এলেন। কিন্তু, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেই চাকুরীও বেশিদিন টিকল না। যা কিছু সামান্য সঞ্চয় ছিল, তার প্রায় সবটুকুই ইতোপূর্বেই খরচ করে ফেলেছেন বড় মেয়ে সুমিতার বিয়ে দিতে গিয়ে।একদিকে সময় মতো বাড়ি ভাড়া দিতে না পারা, অন্যদিকে সংসার খরচের চাপে পড়ে শশীবাবুর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। শশীবাবুর বিড়ম্বনা আরো বেড়ে যায়- যখন বড় মেয়ে সুমিতা স্বামীর ঘর করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে ফিরে আসে বাব-মায়ের কাছে। শশীবাবু সুমিতার জন্য সৎপাত্র চিনতে ভুল করেছিলেন। সুমিতার স্বামী শ্রীনাথ মদ খায়, জুয়া খেলে। জুয়া খেলে সংসারের যাবতীয় সম্পত্তি, এমনকি স্ত্রী সুমিতার গয়নাগাটি পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলেছে। নিরুপায় সুমিতা গলগ্রহ হয়েই আশ্রয় নেয় অভাবী বাব-মায়ের সংসারে। সুমিতার মা একদিন রেগে গিয়ে সংসারের অভাব-অনটনের জন্য মেয়ে সুমিতাকেই দায়ী করে গঞ্জনা দেন। বান্ধবী মমতার কাছে গিয়ে সুমিতা নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা জানালে, সে টাকা রোজগারের একটা সহজ পথ দেখিয়ে দেয়। সুমিতা মমতার সঙ্গে থিয়েটারে অভিনয় এবং অভিনয়ের আড়ালে দেহ-ব্যবসায় নেমে পড়ে। একটি ভদ্র পরিবারের মেয়ে অভাবের তাড়নায় দেহ-ব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়েছে- বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর কী হতে পারে!

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, সেই সমাজের চরিত্র লক্ষণ যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। ত্রিদিববাবুর পুত্র নিরুপম যে অফিসে কর্মরত, সেই অফিসের প্রায় সকলেই কম বেশি ঘুষ খায়। নিরুপম সৎ ছেলে, পিতার আদর্শে মানুষ; তাই ঘুষ নেওয়াটাকে অন্যায় বলেই মনে করে। কিন্তু, 'দশচক্রে ভগবান ভুত হয়', তো নিরুপম কোন ছাড়। আদর্শবাদী পিতার সন্তান নিরুপম যখন বেশ্যাসক্ত হয়ে পড়েছে, তখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।সততা, নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে নিরুপমও একদিন ঘুষ নিতে শুরু করে। অফিসের সহকর্মী জ্ঞানবাবু নিজের মনকে স্তোকবাক্য শোনান- 'এ বাজারে ঘুষ না নিলে চলেনা।'[৪] নিরুপমের স্ত্রী মনীষার কাছে 'মাইনে' আর 'ঘুষ' সমার্থক। প্রতিবেশি পুটপুটি আর তুবলিদের বাড়িতে গাড়ি আছে। তাদেরও একটা গাড়ি থাকলে ভালো

হ'ত। মনীষা নিরুপমের কাছে জানতে চায় - 'পুটপুটির বাব খুব ভালো মাইনে পায়, তাই না?'[৫] স্ত্রীর মুখে এরকম কথা শুনে মনে মনে একটু আঘাত পেল নিরুপম - ' মনে হ'ল কথাটার আড়ালে মনীষা যেন অকেই তাচ্ছিল্য করল। নিরুপম বিরক্ত হয়ে বলল, - মাইনে? ঘুষ বলো।'[৬] মনীষা জানালো- 'ও একই কথা।'[৭] ঘুষ নেওয়াটাকে কেউই যখন অন্যায় ভাবতে পারছে না, তখন নিরুপমই বা কেন একা বাকি থাকবে! প্রথম যেদিন ঘুষ নিয়েছিল নিরুপম, সেদিন বুক পকেটে রাখা নোট ক'খানার স্পর্শ কেমন যেন অস্বস্তি জাগিয়েছিল। আশ্বস্ত হ'ল পিতার সরব সম্মতিতে। নিরুপম তার পিতাকে চিরকাল জেনে এসেছে সৎ, আদর্শবাদী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র রূপে। কিন্তু, পিতার মেকি আদর্শবাদও একদিন প্রকাশ হয়ে গেল তার কাছে - ''পঞ্চাশ টাকা কম কেন রে খোকা? ত্রিদিববাবু প্রশ্ন করেছিলেন একদিন। পঞ্চাশটা টাকা বেশি কেন সে প্রশ্ন করতেও বাধতো না তাঁর। আর মনীষা? একখানা গাড়ির কাঙাল ও এখন। আরে ধুৎ, তাহলে নিরুপমই ফূর্তি করে নেবে না কেন?''[৮] অতঃপর অফিসের সহকর্মী অরুণ বক্সীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিরুপমও জীবনোপভোগের পথে হাঁটা শুরু করে দেয়।

সাত বছরের স্নেহের কন্যা মিনু নিখোঁজ হয়ে গেলে, শত চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন একদিন নিরুপমের সহকর্মীরা ভয়ানক এক আশঙ্কার কথা শোনায়। দুষ্কৃতকারীরা হয়তো মিনুকে নিষিদ্ধপল্লীতে পাচার করে দিয়ে থাকতে পারে। সহকর্মীদের মুখ থেকে এমন ভয়ঙ্কর কথা শুনতে পেয়ে নিরুপম নিষিদ্ধপল্লীর প্রতি প্রবল ঘৃণাবশত কন্যার মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছে। এমন জঘন্য কাজ মিনুকে দিয়ে করানোর আগেই যেন তার মৃত্যু হয়। পাশাপাশি সমাজের এই অন্ধকার জগতের প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় নিরুপম- 'মিনুর মত নিষ্পাপ একটি শিশুর জন্যে এমন একটা নরক অপেক্ষা করতে পারে- একথা ভাবতে গিয়েও মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছে নিরুপমের।ক্রোধে ঘৃণায় জ্বলে উঠেছে ও মুহূর্তের জন্যে। ওর মনে হয়েছে, ওর হাতে তেমন শক্তি থাকলে এই সমাজকে নিরুপম ধ্বংস করে দিত।'[৯] কিন্তু, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে-সমাজের প্রতি নিরুপমের এত ঘৃণা, এত ক্রোধ - হারানো কন্যার সন্ধান করতে করতে ক্রমশ সেই সমাজের প্রতিই তার প্রবল আকর্ষণ জন্মায়। নিরুপম কিছুদিনের মধ্যেই বেশ্যাসক্ত হয়ে পড়ে। যদিও ক্ষণিকের জন্য তার মনে পাপবোধও জেগে ওঠে। নিরুপম ভাবতে থাকে- 'তার মত মানুষ - অনেক মানুষ -নিশির ডাকে সাড়া দেয় বলেই কি পাপ আছে, অন্যায় আছে? মুহূর্তের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হ'ল তার।'[১০] কিন্তু, পরক্ষণেই নিজের মনের মধ্যে একের পর এক যুক্তি সাজিয়ে তোলে নিজের পাপবোধ নিজেই খণ্ডন করতে চায় নিরুপম- 'ওই পাপের অস্তিত্ব ত হাজার বছর ধরে চলে আসছে... একজন নিরুপমের ক্ষণিক মোহের জন্যে নয়। নিরুপম না থাকলে, নিরুপম ওই নেশার হাতছানি উপেক্ষা করলেও কিছু এসে যায় না।'[১১] 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে-সব মানুষদের তুলে এনেছেন, তাদের জীবনের একটি অন্যতম প্রধান প্রবণতা এই যে, তারা ব্যক্তিগত জীবনে প্রভূত পরিমাণে অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং সেই অনৈতিকতার দায় অন্যের ওপর চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে এরা নিজেরা অনৈতিক হলেও অন্যের কাছ থেকে ঠিক নৈতিকতা প্রত্যাশা করে। এ কারণেই নিরুপমেরা থিয়েটারে অভিনয় করাটাকেও ঘৃণার চোখে দেখে। নিরুপমের পূর্ব প্রণয়িণী সুমিতা অবশ্য একদিন একটা মোক্ষম জবাব ছুঁড়ে দিয়েছিল নিরুপমের উদ্দেশে - 'থিয়েটার দেখায় দোষ নেই, থিয়েটার করাতেই দোষ, না'?[১২]

আসলে 'সময়' বদলে গেছে। সেই সঙ্গে মানুষের ভাবনার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো মূল্যবোধগুলিও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এ কালের মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে

নৈতিকতার চেয়েও বড়ো কথা 'স্ট্যাটাস', 'জীবনোপভোগ'। এই 'স্ট্যাটাস' সর্বস্বতার কারণেই মণীষা 'মাইনে' আআর 'ঘুষ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না। ত্রিদিববাবু আদর্শবান স্কুল শিক্ষক হয়েও ছেলে নিরুপমের ঘুষের টাকা হাতে তুলে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। জীবনোপভোগের পথে হাঁটতে গিয়ে এই মধ্যবিত্ত মানুষগুলি তাদের জীবনে নৈতিক্তাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ; অথচ – তাঁদের অনৈতিক চরিত্রটিকে সকলের কাছে গোপন করে রাখতেও ভীষণ তৎপর।তখন অনিবার্য কারণেই তাঁদের চরিত্রে দেখা দেয় প্রভূত পরিমাণ contradiction. নিরুপমের পিতা ত্রিদিববাবু সৎ, আদর্শবান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষ হিসেবেই পরিচিত। কোথাও কোনোরক্ম অন্যায় তাঁর নজরে পড়লে তিনি সংবাদপত্রে চিঠি লিখে জনমত গঠনের প্রয়াস করেন। জীবনাভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই মানুষটির আইনের প্রতি বিশেষ ভরসা নেই। স্নেহের নাতনি মিনুকে খুঁজে দিতে না পারার কারণে পুলিশের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস হারিয়েছেন। কিন্তু, শেষপর্যন্ত পুলিশই যখন মিনুকে খুঁজে পায় এবং তাকে উদ্ধার করে ত্রিদিববাবুর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়, তখন তিনি পুলিশের সদর্থক ভূমিকার প্রশংসা করে সংবাদপত্রে চিঠি লিখতে চেয়েছেন, এমনকি পুলিশ অফিসার অবিনাশবাবুকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেও চেয়েছেন। নিরুপমের অফিসের সহকর্মী জ্ঞানবাবু ঘুষ খান, অফিস ছুটির পর বাড়ি না গিয়ে 'বাবু'-র বেশে নিছক রংতামাশার জন্য থিয়েটারের রিহার্সালের ব্যবস্থা করেন; অথচ বৃদ্ধ রামেশ্বরবাবু নিষিদ্ধপল্লীতে যাতায়াত করেন বলে তাকে প্রবল ঘৃণার চোখে দেখেন। সুমিতার মা সুমিতার 'রোজগারে' সংসার চালান। মেয়ে কীভাবে 'রোজগার' করে তা-ও তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। বড় মেয়ের 'রোজগারের' টাকায় সংসার চালাতে তাঁর অসুবিধে নেই, কিন্তু এই সুমিতাই যখন তার ছোট বোনটির সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে, তখন মা আড়ালে থেকে সুমিতার ওপর নজর রাখেন। তার ভয় – ছোট মেয়েটি যেন বিপথে চলে না যায়।

'পরাজিত সম্রাট' শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের অন্তর্গত মানুষের নৈতিক পরাভবের কাহিনী। রমাপদ চৌধুরীর এই উপন্যাসের মধ্যবিত্ত সামাজিক শ্রেণির মানুষগুলি কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাস্ত হয়নি। তাঁরা পরাজিত হয়েছে নিজেদের বিবেকের কাছে, আদর্শের কাছে, নৈতিকতার কাছে। নিরুপম একসময় ঘুষ নিত না। যেদিন থেকে ঘুষ নিতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই সে অন্যান্য ঘুষখোর সহকর্মীদের কাছেও মর্যাদা হারিয়েছে। নিরুপম-সুমিতা ছোটবেলা থেকেই একে অপরকে ভালোবাসত। উভয়েরই অন্যত্র বিয়ে হলেও, এতকাল ধরে তারা তাদের মধ্যেকার পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্কটিকে আদর্শের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রেখে স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে লালন করেছে।ঘটনাচক্রে একদিন তাদের দু'জনেরই মুখ অ মুখোশ উভয়ের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সুমিতার দেহ-ব্যবসা যেমন নিরুপমের কাছে ধরা পড়ে যায়, তেমনি নিরুপম যে শুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী নয়, এই সত্যটিও সুমিতা জেনে যায়। ত্রিদিববাবু নিরুপমকে মহৎ আদর্শের শিক্ষা ও দীক্ষায় বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন। একদিন পুত্রের ঘুষের উপার্জনও তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন! জ্ঞানবাবু নিজের কাছে নিজেই তাঁর পরাভবের বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে স্বগতোক্তি করেছেন – "পৃথিবী সত্যিই বদলে যাচ্ছে। এতদিন এক একটা বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বাঁচতো, আজ একটা পাপ – এক একটা অন্যায় যেন প্রতিটি মানুষের সঙ্গী হতে চাইছে। অবিশ্বাস তার সংগী।" [১৩]'অরুণ বক্সী সারাজীবন বাবা, মা, ভাই, বোনেদের কথা ভাবতে গিয়ে বিয়ে থা করে ওঠারই সময় পাননি।সংসারের সকলের কথা ভাবতে গিয়ে 'ঘুষ' আর 'মাইনে'- দুহাতে শুধু রোজগার করে গেছেন।আদর্শের জগৎ থেকে ভ্রষ্ট এই মানুষটিও একদিন জানতে পারলেন, তাঁর এই অন্যায় রোজগার

পরিবারের কেউই সমর্থন করে না। উপ্ন্যাসে শশীবাবু দম্পতির পরাজয় মর্মান্তিক। স্বামীর সংসার করতে না পেরে সুমিতা পিতৃগৃহে ফিরে আসে। পিতার সংসারের হাল ধরবার চেষ্টা করে। শশীবাবুর তৈরি করা কালি ব্যাগে ভরে নিয়ে এক অফিস থেকে অন্য অফিসে ছুটে বেড়ায়। শশীবাবুর তৈরি করা কালি বিশেষ কেউই কেনে না। তবুও, সুমিতা প্রায় প্রতিদিনই পিতার নিজের হাতে তৈরি করা কালি সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। সকলের চোখের আড়ালে সেই কালি নর্দমায় ফেলে দেয়! বাড়ি ফিরে এসে কালি বিক্রয়ের নামে থিয়েটারে অভিনয় এবং দেহ-ব্যবসার টাকা পিতার হাতে তুলে দেয়। বস্তুত, মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে নৈতিকতার বদল ঘটেছে। আগেকার আদর্শ এখন ঠুঙ্কো বলে মনে হচ্ছে। নূতন জীবনভাবনার আদলে নূতন আদর্শবোধ সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে নোইতিকতা অপেক্ষা বাস্তববুদ্ধি প্রবল। এক সর্বাতিশায়ী অর্থনৈতিক প্রভাব এর পেছনে সক্রিয়।

'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আদর্শভ্রষ্ট মানুষেরা যেন হয়ে উঠেছে এক বিপরীত পৃথিবীর মানুষ। আশ্চর্য হতে হয় তখন, যখন দেখা যায়- বিপরীত পৃথিবীর এই ভ্রষ্ট মানুষেরা কেউই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। উপ্ন্যাসের এই তথাকথিত আদর্শভ্রষ্ট মানুষদের সার্বিক ঐক্যবদ্ধতার কারণ হিসেবে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী এক নিদারুণ সামাজিক সত্য প্রকাশ করে বলেছেন- 'সততা, নীতিবোধ, ভদ্রতা - এসব ভালো ভালো বইয়ে পড়া গুণগুলো বোধহয় মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি করে। এমনভাবে এক হয়ে যেতে দেয় না। কিন্তু, অন্যায় আর অনাচারের পথ শীর্ণ বলেই হয়তো পরস্পরকে এত কাছে এনে দেয়।বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে'[১৪] নিরুপম যতদিন সৎ, আদর্শবান ছিল, ততদিন অফিসের অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তার কিছুটা দূরত্ব ছিল। কিন্তু, যেদিন থেকে সে অনৈতিক পথে হাঁটতে শুরু করেছে, সকলের কাছেই অত্যন্ত আপন হয়ে গেছে। এমনকি নিরুপম-সুমিতা একের কাছে অন্যের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যাবার পরেও তারা পরস্পরের কাঁধে মুখ লুকিয়েছে। ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসের শেষে জানিয়ে দেন- 'হাজার হাজার বছরের কোন এক অজ্ঞাত অভিশাপ বুঝি বারংবার ঘৃণার সঙ্গে ঘৃণার সেতু বেঁধে চলেছে। ওরা পরস্পরকে ঘৃণা করবে, তবু পরস্পরের কাছে ছুটে যাবে। একটি অতৃপ্ত হৃদয়ের নিঃসঙ্গতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে। ...বৃথাই![১৫] অন্যদিকে, নিষিদ্ধপল্লী- যা হবার কথা 'বিপরীত পৃথিবী' ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের মানুষদের তুওলনায় বরং যৌনকর্মীদের মধ্যে সততা, নীতিবোধ অনেক বেশি। নিরুপম একদিন এক যৌনকর্মীর কক্ষে সময় কাটিয়েছে শুধু কথা বলে, গল্প করে। বেরিয়ে যাবার সময় মেয়েটিকে কিছু টাকা দিতে গেলে, মেয়েটি অবাক করে দিয়েছে নিরুপমকে এই বলে- 'টাকা কেন? ... আমরা শরীর বেচি, কথা বেচি না।'[১৬] মেয়েটি নিরুপমের দেওয়া নোট ক'খানা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল।

'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসটির রচনাকাল বিশ শতকের সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়। মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ থেকে উনিশ শতকীয় Plain living and high thinking - এর ধারণা যে সরে গেছে, তার পরিচয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এক সর্বাতিশায়ী ভোগবাদ নগর জীবনে প্রবেশ করেছে। লক্ষণীয় ১৯৬৭ সালে পুঁজিবাদী সভ্যতার রাজনৈতিক বিরোধিতা করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৭ সাল থেকে দীর্ঘ প্রায় ৩৪ বছর বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল বামফ্রন্ট সরকার। দেখা গেছে যে, এক সময়কার পুঁজিবাদী সভ্যতার বিরোধিতা করে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করলেও, কালক্রমে তারাই পুঁজিবাদের শিকার হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক কালে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে ভোগবাদের প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভোগবাদী চিন্তা কীভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নীতিচেতনাকে

ভেঙে দেয়, কীভাবে নানা দিকের চাপ তাদের বাস্তব পরিস্থিতির অনুগামী করে তার আদর্শবাদকে ভেঙে ফেলে- এ উপন্যাসে তারই রূপটিকে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী। ব্যক্তি হিসেবে নিরুপমেরা অবশ্যই এই পরিস্থিতিরই ক্রীড়নক মাত্র।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী, রমাপদ, 'প্রসঙ্গকথা', 'পরাজিত সম্রাট', উপন্যাস সমগ্র (১)। চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। পৃষ্ঠা:৪৩৮।
২. চৌধুরী, রমাপদ, 'পরাজিত সম্রাট', উপন্যাস সমগ্র (১)। চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৯। পৃষ্ঠা: ৩৫৮-'৫৯।
৩. তদেব। পৃষ্ঠা:৩৫৮।
৪. তদেব। পৃষ্ঠা: ৩৮৪।
৫. তদেব। পৃষ্ঠা: ৪০৬।
৬. তদেব। পৃষ্ঠা: ৪০৬।
৭. তদেব। পৃষ্ঠা: ৪০৬।
৮. তদেব। পৃষ্ঠা: ৪১৫।
৯. তদেব। পৃষ্ঠা: ৩৬৪।
১০. তদেব। পৃষ্ঠা: ৪০৪।
১১. তদেব। পৃষ্ঠা: ৪০৪।
১২. তদেব। পৃষ্ঠা: ৩৯০।
১৩. তদেব। পৃষ্ঠা: ৩৮৫।
১৪. তদেব। পৃষ্ঠা: ৪১২।
১৫. তদেব। পৃষ্ঠা: ৪৩২।
১৬. তদেব। পৃষ্ঠা: ৩৮০।